[illegible]

6 13 FEB 2017 8

এসএসসিতে গণিতের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত গণিত (আবশ্যিক) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষার আগে যেসব প্রশ্ন বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়া গেছে, সেগুলো পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ফেসবুকে যে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, তা তাঁরাও পেয়েছিলেন। কিন্তু মিলিয়ে দেখেছেন তা মেলেনি। তবে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক যে প্রশ্নপত্র তাঁর কাছে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্র মিলেছে। তিনি দাবি করেন, 'এটা পরীক্ষার আগে আগে কেন্দ্র থেকে (ফাঁস) হয়ে থাকতে পারে। আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ধরাও হয়েছে। এবারও এ ধরনের শিক্ষকদের ধরার চেষ্টা চলছে।'

> **পরীক্ষা শুরুর আগমুহূর্তে কোনো কোনো কেন্দ্রে কিছু অসাধু শিক্ষক মুঠোফোনে প্রশ্নের ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন**

গতকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে চলতি এসএসসির বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তবে কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, এর আগে কয়েকটি পরীক্ষার সময় তাদের কাছে অভিযোগ ছিল, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগমুহূর্তে কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে কিছু অসাধু শিক্ষক মুঠোফোনে ছবি তুলেছেন। তারপর পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে এসব ছবি ছড়িয়ে দিয়েছেন ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি অ্যাপের মাধ্যমে। এ জন্য এবার পরীক্ষাকেন্দ্রে ছবি তোলা যায় এমন মুঠোফোন নেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়।

এর আগে ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সারা দেশে আলোচনার ঝড় উঠলে তদন্ত শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তদন্তে প্রমাণিত হয়, ঢাকা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ও গণিত (তত্ত্বীয়) দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র হুবহু ফাঁস হয়। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের নমুনা ফরিদপুর থেকে পাওয়া গেলেও ফাঁসের সুনির্দিষ্ট উৎস বের করতে পারেনি প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি। তখন কমিটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করে উৎস বের করার সুপারিশ করলেও উৎস আর বের হয়নি। ২০১৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও সরকারি তদন্তে প্রমাণিত হয়। কিন্তু তখনো উৎস বের করা যায়নি।